

# অকারণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

## ॥ অকারণ ॥

মনটা ভালো ছিল না। এক একদিন এ রকম হয়।

কিছু পড়তে ভালো লাগে না, কিছু ভাবতে ভালো লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না। মনে হয়, যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েছে—‘অয়েল’ না ক’রে নিলে চাকা আর চলবে না, ক্রমে মরচে পড়ে আসবে। তারপর কবে একদিন ফুট করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোনো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরোনো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তু ভাল লাগল না। তাস খেলে জিতব, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হ’ল না, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি? এদের গল্প-গুজব ভালো লাগল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই নিচু বৈঠকখানা ঘর, চুণ-বালিখসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ড ল্যাঙ্কস্কেপ—একঘেয়ে কথাবার্তা, চিরকাল যা শুনে আসছি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন, পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার বেশ ভালো লাগচে? মনে কোনো রকম—

সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললে—কেন, ভালো লাগচে না কেন? কেন বলুন তো?—

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে।

ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে হাঁকচে—ছেলেরা বই দণ্ডের নিয়ে স্কুল থেকে ফিরচে—কলে জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে—।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর—এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতূহলের জিনিস। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এই তো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী-স্ত্রী ও দুটি শিশু-সন্তান। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত, এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলি প্রাণী থাকে—তাদের জিনিস-পত্র নিয়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে, ওই পাঁচবর্গ হাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়ে যাই প্রায়ই দেখতে পাই—উনুনে কিছু-না-কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাখছে, না হয় দুধ জ্বাল দিচ্ছে। তার বয়েস দেখলে বোঝা যায় না। তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে—চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধ ময়লা শাড়ি পরনে। হাতে রাঙা কড় কি রুলি। চোখ মুখ নিস্প্রভ, নির্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো, স্বামী বোধ হয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ করে, দু’একদিন সন্ধ্যার আগে ফেরবার সময় দেখেচি লোকটা কালি-বুলি মেখে ছোট্ট বালতি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুকচে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নিৰ্বোধের মতো আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রার খোপের মতো ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটি লেপা, তার ওপরে পুরোনো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হলুদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে— দড়ির আলনায় ময়লা কাপড়-চোপড় ঝুলচে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক’রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক’রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার, অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চলবে, ততোধিক দীন হীন মরণের দিকে। অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁকড়ে আদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মতো বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে ব’লে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সঙ্কীর্ণ, অসুন্দর বর্তমানকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বই-এর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোনো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস অপরিণত মনের তৈরী জিনিস। চটকদার মলাটওয়ালা অসার বিলিতি নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিকে এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মতো ধৈর্য্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘসা পয়সার মতো, নীলিমার সৌন্দর্য্য তো নেই-ই, মেঘভরা বাদল দিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘসা-পয়সার মতো চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাব? উট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাব? কোথাও বসে খুব গরম চা খাব? লেকের দিকে যাব?—

ধর্ম্মতলার গির্জার সামনে এক জায়গায় লোকের ভিড় জমেচে। একটা সাহেবী পোশাকপরা লোক ফুটপাতে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে যে মনে হচ্ছে লোকটা মারা গিয়েচে। দুজন সার্জেন্ট এলো। লোকে বললে, সামনের বাড়ীর নিচের তলায় ওই বাথ-রুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায়, বাড়ীর দারোয়ান ধরাধরি ক’রে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হ’ল আমার। সেই নিৰ্বোধ বধূটার ওপর যা হয়নি, এ বেহুঁশ মাতালের ওপর তা হ’ল। বেচারী আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা করেছিল, হয় তো ভুল পথ, হয় তো সত্যি পথ...আনন্দের সত্যতা তার মাপকাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁশ!

কার্জন-পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়ী-বারান্দার নীচে ফুটপাথের উপরে বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু করে বাড়ছে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছর দেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে টলতে টলতে উঠে অতি কষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্ছে। আর যেমন পরাতে যাচ্ছে, অমনি হাত নেড়ে, ঘাড় দুলিয়ে দস্তহীন মুখে হেসে কুটি-কুটি হচ্ছে। কিন্তু টুপিটা ভালো করে মাথায় বসাতে পারছে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে...আবার সেই হাসি, সেই হাত-পা নাড়াম সেই নাচ।...তাকে কেউ দেখে না, কারুর দেখবার সে অপেক্ষাও রাখছে না, তার চাকর পার্শ্ববর্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করছে না করছে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু-ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করছে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলুম। নরম-নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশ-ভঙ্গির কী সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব সৌন্দর্য্য!...খুশির আতিশয্যে খোকা আবার সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, একগাল হাসছে, ছোট ছোট মুঠি-বাঁধা হাত দুটো একবার তুলছে, একবার নামাচ্ছে...শিশুমনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্তা!...

আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁশ হ'ল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকাকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পিরামুলেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকাকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে টলতে টলতে পিরামুলেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট হাত দুটি সেখানে পৌঁছয় না। সে একবার অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইলে, তারপর থপ করে বসে পড়ল। চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কার্জন-পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। গঙ্গার অপর পারে আকাশ রান্ধা হয়ে এসেছে।

খোকাকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রমিত হয়েছে দেখলুম। খোলার ঘরের সেই মেয়েটিকে আর নির্বোধ মনে হ'ল না।

॥সমাপ্ত॥